238938 - ইসলামী শরয়িতে কৃপণতার সীমারখো

প্রশ্ন

ইসলামী শরয়িা মাতোবকে কখন একজন লোককে তার স্ত্রী ও পুত্রদরে খরচাদি দয়োর ক্ষত্রেে কৃপণ হসিবে গণ্য করা হব? কারণ কউে কউে মনে করছে য, আমি আমার আবশ্যকীয় দায়ত্বি পালন করছি। আবার কউে কউে মনে করছে য, আমার মাঝে কৃপণতা আছ।

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

য ব্যক্তি তার স্ত্রী ও সন্তানদরে জন্য য ক্ষত্রেে খরচ করা বাঞ্ছনীয় স ক্ষত্রেে খরচ করে না স কৃপণ।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

কৃপণতা একটি মন্দ গুণ। কৃপণতার চয়েে মন্দ গুণ আর কী হতে পার? কৃপণতার সীমারখো নর্িধারণরে ক্ষত্রেে আলমেগণরে ববিধি বক্তব্য পাওয়া যায়:

ইবনুল মুফলহি (রহঃ) বলনে:

আলমেগণ কৃপণতার সীমারখোর ব্যাপারে কয়কেটি মত উল্লখে করছেনে:

১. যাকাত প্রদান না করা। য ব্যক্তি যাকাত আদায় করল স ব্যক্তি কৃপণতার অভধিা থকেে রহোই পলে।

২. ফরয যাকাত ও ফরয খরচাদি বহন না করা। এ অভমিতরে ভত্তিতিে কউে যদি যাকাত প্রদান করে কন্তিু অন্য ফরয খরচ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাকে কৃপণ হসিবে গণ্য করা হব।[এটি ইবনুল কাইয়্যমে ও অন্যান্য আলমেরে এর মনোনীত অভমিত]

৩. ফরয খরচ ও মুস্তাহাব খরচ প্রদান করা। তাই কউে যদি শুধু দ্বতিীয়টরি ক্ষত্রেে কসুর করে তাহলে স কৃপণ।[এটি ইমাম গাজ্জালি ও অন্যান্যদরে অভমিত][আল-আদাবুশ শারইয়্যা (৩/৩০৩) থকেে সংক্ষপেে সংকলতি]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলনে: কৃপণ হচ্ছ- যে ব্যক্তি তার উপরে ফরয খরচ প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। সুতরাং কউে যদি তার উপরে যা কছিু খরচ করা ফরয সগেুলো আদায় করে তাহলে তাকে কৃপণ বলা যাবে না। বরং কৃপণ হল যে ব্যক্তরি দায়ত্বি যা দয়ো ও খরচ করার দায়ত্বি সটো করতে অস্বীকৃতি জানায়।[জালাউল আফহাম (পৃষ্ঠা-৩৮৫), কুরতুবীরও অনুরূপ উক্তি রয়ছে (৫/১৯৩)]

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলনে:

কৃপণ হচ্ছ- এমন ব্যক্তি যে ব্যক্তি এমন স্থানে খরচ করতে অস্বীকৃতি জানায় যখোনে খরচ করা বাঞ্ছনীয়; সটো শরয়িতরে বধিানরে নরিখিে হোক, কংিবা ব্যক্তত্বি রক্ষার নরিখিে হোক। এর পরমিাপ নর্দিষ্টি করা সম্ভবপর নয়।[ইহইয়া উলুমদি দ্দীন (৩/২৬০)]

অনুরূপ কথা শাইখ উছাইমীন (রহঃ)ও বলছেনে:

“কৃপণতা হচ্ছ: যা খরচ করা আবশ্যক ও যা খরচ করা বাঞ্ছনীয়।“

[শারহু রয়িাদুস সালহেীন থকেে (৩/৪১০) সমাপ্ত]

দুই:

পুরুষরে উপর ফরয তার স্ত্রী ও সন্তানদরে জন্য প্রচলতি রীতি অনুযায়ী ব্যয় করা। খরচাদরি মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হব: খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও বাসস্থান এবং স্ত্রী ও সন্তানদরে যাবতীয় যা কছিু প্রয়োজন; যগেুলো না হলে নয়। যমেন- চকিৎিসার খরচ, শক্ষিা খরচ ইত্যাদি।

এ খরচাদি প্রদান করা হব, স্বামীর সামর্থ্য ও তার আর্থকি অবস্থা অনুযায়ী। দললি হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার বাণী: “বত্তিবান তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করব। আর যার জীবনোপকরণ সীমতি সে আল্লাহ্ তাকে যা দান করছেনে সটো থকেে ব্যয় করব। আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দয়িছেনে তার চয়েে গুরুতর বোঝা তনিি তার উপর চাপান না।”[সূরা ত্বালাক, আয়াত: ৭]

এ কারণে মানুষরে সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার ভত্তিতিে স্ত্রী ও সন্তানদরে জন্য ব্যয়ভার এককে জনরে এককে রকম। যে ব্যক্তি সচ্ছল সে ব্যক্তি তার স্ত্রী ও সন্তানদরে জন্য সচ্ছলভাবে ব্যয় করব। যদি এ ক্ষত্রেে তাদরেকে কম দয়ে তাহলে সে ব্যক্তি কৃপণ হসিবেে গণ্য হব। কনেনা সে ব্যক্তি তার উপর যে দায়ত্বি রয়ছেে সটো পালন থকেে বরিত থকেছে। আর যে ব্যক্তি অসচ্ছল সে ব্যক্তি অসচ্ছলভাবে ব্যয় করব। আর যে ব্যক্তি মধ্যবত্তিি শ্রণেী সে তার অবস্থা অনুযায়ী ব্যয় করব। আল্লাহ্ বান্দাকে যা দয়িছেনে এর উপরে কোন দায়ত্বি দনে না। শরয়িতে এ ব্যয়রে নর্ধিারতি কোন

সীমা নহৈ। বরং খরচাদরি পরমিাপরে মানদণ্ড হচ্ছ- মানুষরে সামাজকি রীতি।